দৈনিক বাংলা

তারিখ ...22 JUL 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭ ...

16

শিক্ষক ও ছাত্রদের মত পার্থক্য

বুয়েটে সেশনজট দূর হচ্ছে না

কহুল গনি জ্যোতি ঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা তেমন নেই। সন্ত্রাসও নেই বলা চলে। তবুও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) সেশনজট দূর হচ্ছে না। সেশনজটের কারণ হিসাবে ছাত্র-শিক্ষকরা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন।

অতীতের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সেশনজট অনেক কমে এসেছে। কিন্তু এই অগ্রগতির ক্ষেত্রেও বার বার নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

বুয়েটের ক্লাশ শুরুতেই প্রতি বছর সেশন পিছিয়ে যায়। ১৯৯৩ সালে এইচএসসি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় চলতি বছরের জানুয়ারী মাস থেকে। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ১৯৯৩-৯৪ সেশনের এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস শুরু হতেই ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে।

(৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বুয়েটে সেশনজট দূর হচ্ছে না

এভাবে শুরুতেই প্রায় দেড় বছর পিছিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শুরু হচ্ছে প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের।

বুয়েটে বর্তমানে নতুন ও পুরনো দুই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। ভয়াবহ সেশন জটের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষার জন্য ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরনো কোর্স পদ্ধতির পরিবর্তে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হয়। সেমিস্টার পদ্ধতিতে প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। প্রতিটি সেমিস্টার শেষে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা এবং ২টি সেমিস্টার শেষে টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়াশুনার চাপ সারা বছর ধরে প্রায় একই রকম থাকে। কারণ সেমিস্টার পদ্ধতিতে প্রতিটি কোর্সের শতকরা ৩০ ভাগ নম্বর ক্লাস টেস্ট এবং ক্লাসে উপস্থিতির হারের উপর দেয়া হয়। বাকি শতকরা ৭০ ভাগ নম্বরের জন্য ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এই পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বেশকিছু সুফল বয়ে আনলেও মাত্র ২ বছরের ব্যবধানে এটিও ব্যর্থ হতে চলেছে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে।

বুয়েটে বর্তমানে নতুন পদ্ধতির ৩টি ব্যাচ ও পুরনো পদ্ধতির ২টি ব্যাচ রয়েছে। এদের প্রত্যেকটি গড়ে প্রায় দু'বছর করে পিছিয়ে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশনের এই পশ্চাদপদতা দূর করার যত চেষ্টা করেন ততই যেন তা আবার জট পাকিয়ে যায়।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, একশ্রেণীর ছাত্র পড়াশুনা করতে চায় না। তারা কিছুদিন পর পর আন্দোলনের নতুন নতুন ফন্দি আঁটে। এবং অটো ডেকে ক্লাস বর্জন করে। 'অটো' হচ্ছে বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস বর্জন করে স্ব-ঘোষিত ছুটি কাটানোর একটি পদ্ধতি। ক্লাসের কিছু ছাত্রছাত্রী মিলে হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে 'অটো' ছুটি কাটানোর। এর ফলে ক্লাস বন্ধ থাকে। ক্লাস না হওয়ায় কোর্স শেষ হয় না। ফলে পরীক্ষাও পিছিয়ে যায়।

একদল ছাত্র-ছাত্রী অভিযোগ করেন যে বুয়েটে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মোটেই হৃদ্যতাপূর্ণ নয়। বরং উভয় পক্ষের মধ্যে এক ধরনের বৈরী মানসিকতা বিরাজমান। ফলে শিক্ষকরা যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত দিলেই ছাত্ররা তা সন্দেহের চোখে দেখে। সহজে তা মেনে নিতে চায় না। তারা শিক্ষকদের সাথে কোন আলোচনায় না বসে এ নিয়ে বিক্ষোভ করে দেয়। আবার শিক্ষকরাও ছাত্রদের কোন যৌক্তিক দাবিকে সহজে মেনে নিতে চান না। ফলে শুধু পরীক্ষা নয় যেকোন বিষয় নিয়ে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়।

ছাত্ররা জানায়, বুয়েট কর্তৃপক্ষের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বশেষ মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় গত ২২ জুন থেকে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বর্ষের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা নিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা ভাইরাস জ্বর ও বিশ্বকাপের কারণে এই পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় থাকেন। ফলে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত দিনে শিক্ষকরা যথারীতি পরীক্ষার হলে উপস্থিত হলেও ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ পরীক্ষার হলে যায়নি। ফলে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষাটি বাতিল হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছেন এবং সেকেন্ড সেমিস্টার পরীক্ষার সাথেই ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দু'টি পরীক্ষা এক মাসে দেয়ার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আপত্তি উঠেছে। ফলে, পরিস্থিতি আবারও জটিলতার দিকেই গড়াতে পারে।

প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়াশুনার সুযোগ পায়। অথচ এই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে পরীক্ষা এলেই তা পিছানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তড়িৎ কৌশল বিভাগের একজন শিক্ষক জানান, পরীক্ষা এলেই কেন যেন কিছু ছাত্রের মাথা হরম হয়ে ওঠে। কিছু ছাত্র সারা বছর পড়াশুনা তেমন করে না। এরাই বার বার অকারণে পরীক্ষা পিছানোর এবং ক্লাস বর্জনের আন্দোলন করে। তিনি বলেন, অশান্তি সৃষ্টিকারী ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। বাকিরা হয়তো ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না।

সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ছাত্র খালেদ হোসেন চৌধুরী জানান, কিছু ছাত্রনেতা অতীতে বেশ কয়েকবার আন্দোলনের নামে বুয়েটে ধর্মঘট ডাকেন। এধরনের একটি ধর্মঘটের ফলে গত ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে এ বছর ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। খালেদ জানান, এই ধর্মঘটের পরে বুয়েটের সাধারণ ছাত্ররা এই ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করে।